দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা এখনো অধিকার নয়!

রকিবুল হক সায়েম

শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন সময় সরকারগুলো নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সংবিধানে এখনও শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার মতো শিক্ষাও নাগরিকদের অধিকার—রাষ্ট্রের দায়িত্ব তা নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরিত দেশ হিসেবেও শিক্ষা বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিবেশী দেশ ভারত ২০০৬ সালে, শ্রীলঙ্কা ২০০৩ সালে ও নেপাল ২০১৩ সালে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা এখনো মৌলিক অধিকারের উপকরণ হিসেবেই বিবেচিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতির ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে (ক) অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, আশ্রয়, শিক্ষা জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে।' ধারাটি থেকে বোঝা যায়, সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক উপকরণ হিসেবে বলা হয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে নয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৭-৪৪ পর্যন্ত)। যার কোথাও শিক্ষার কথা বলা হয়নি। অথচ ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(ক), নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ এবং মালদ্বীপের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬-এ শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আইনগত অধিকার না থাকায়, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে, সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার অর্জনে ব্যক্তি বিশেষের বা রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী শিক্ষা জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকায় হতদরিদ্ররা সব সময়ই বঞ্চিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরে আজও আমাদের শিক্ষার অধিকারের দাবি আদায়ের জন্য নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দও আশানুরূপ নয়। সর্বশেষ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক চেতনা, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়, অপরিহার্য বিষয়। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের পাশাপাশি শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। শিক্ষাকে 'মৌলিক চাহিদা'র পরিবর্তে 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের উচিত প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি।

চট্টগ্রাম কলেজ